খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

রেজি নং *S/73377 under WB Act XXVI of 1961*

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com
Website : www.jagadbandhualumni.com
Facebook : www.facebook.com/jbialumni
Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

সভাপতি সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত '৬৬
সাধারণ সম্পাদক সৌভিক কুমার ঘোষ '৯০
পত্রিকা সম্পাদক সুকমল ঘোষ '৬৯

RNI No.WBBEN/2010/32438•Regd.No.:KOL RMS/426/2017-2019

• Vol 06 • Issue 4 • 15 April 2018 • Price Rs. 2.00 •

আগামী ২৯ এপ্রিল রবিবার সকাল ১১টায় স্কুল প্রাঙ্গণে জগদ্বন্ধু অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে নববর্ষ উদ্‌যাপন গানে কথায় কবিতাপাঠে। এছাড়াও ওইদিন জগদ্বন্ধুর দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রদের ৬০০০ টাকার স্কলারশিপ প্রদান করা হবে। সকলকে ওইদিন সকালে স্কুলে আসার সনির্বন্ধ অনুরোধ রইল।

শৌভিক ঘোষ
সম্পাদক, জগদ্বন্ধু অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

কৌশিক চট্টোপাধ্যায়
আহ্বায়ক, নববর্ষ উপসমিতি

সুধাবাবু

আমাদের সময়ের একজন জনপ্রিয় মাস্টারমশায় সুধাকৃষ্ণ গুপ্ত আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। বিদ্যালয়ে যোগ দেবার পর কাছাকাছি অঞ্চলেই তিনি আজীবন বাস করে গেছেন। গোড়ার দিকে ঢাকুরিয়ায় কিছুদিন ভাড়া থাকার পর, বালিগঞ্জ স্টেশন রোডে দীর্ঘদিন ছিলেন, তারপর কাঁকুলিয়ায় নিজস্ব ফ্ল্যাটে উঠে যান। ভালো ছাত্র ছিলাম না তবু রাস্তায় দেখা হলে বুকে জড়িয়ে ধরতেন। ক্লাস এইটে একবার বলেছিলেন, 'তুই সাইন্স নিবি না বোধ হয়, আসলে তোর চোখটা দেখে তাই আমার মনে হল।

গণিত আর সাধারণ বিজ্ঞান ছাত্রদের আপ্রাণভাবে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। দেখা হলেই স্কুলের নানান বিষয়ে খোঁজখবর নিতেন। শেষবার স্কুলের কোন একটা অনুষ্ঠানে স্যারকে গাড়ি করে নিয়ে এসেছিলাম। ছোটবেলায় একবার বলেছিলেন, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কোন একটা বইয়ে ওদের গ্রামের কথা লেখা আছে।

চোখ বুজলেই দেখতে পাই ঘণ্টা পড়ে গেছে তবু স্যার ব্ল্যাকবোর্ডে কোন অঙ্ক বুঝিয়ে চলেছেন। স্যারকে ভোলা মুশকিল, তিনি যে লোকেই থাকুন শান্তিতে থাকুন। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমার সমবেদনা জানাই।

সুকমল ঘোষ '৬৯

সমীর চট্টোপাধ্যায় ঃ প্রাক্তন ছাত্র ও প্রাক্তন শিক্ষক

দেবপ্রসন্ন সিংহ (১৯৬৭)

আমাদের জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনের প্রাক্তন শিক্ষক সমীর চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। উনি স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রও বটে। বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। স্কুল ও পরবর্তী সময়ে এই স্কুল থেকে উত্তীর্ণ আমাদের তিন ভ্রাতার সঙ্গে, বিভিন্নভাবে দেখা ও কাজকর্ম হয়েছে। সমীর চট্টোপাধ্যায় যখন স্কুলে যোগদান করেন, তখন আমি উঁচু ক্লাসে এবং অন্যান্য শিক্ষকদের কাছে বিজ্ঞানের বিষয়গুলি, অঙ্কশুদ্ধ পড়েছি। ১৯৭১ সালে আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা দিলীপকুমার সিংহ, মূলত স্কুল গণিত শিক্ষকদের নিয়ে, একটি অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন। নাম 'অ্যাসোসিয়েশন ফর ইমপ্রুভমেন্ট অফ ম্যাথমেটিক্স টিচিং' বা সংক্ষেপে এ আই এম টি। তার গোড়ার দিকে পরিচালন সমিতিতে কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। বিবিধ কাজে জড়িত ছিলেন। তাঁর নিজের একটি সংস্থা ছিল, 'পূজারিণীর আসর'। সেই সময়ে তার প্রকাশনা 'অ্যালফাবেট ক্লাব' ও 'অংকমালার দেশে' দুটি জনপ্রিয় নৃত্যনাট্য। 'অংকমালার দেশে' অংকে ভীতি কাটানো এবং গণিতে আগ্রহ করার ছোটদের সেই বয়সের নাটক। এই নাটকটি ১৯৭৫ সালে এ আই এম টি-র সাহায্যার্থে রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর আরও লেখা পড়েছি, ছোটদের এবং পরে বড়দেরও। অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের প্রকাশনায় বেশ কয়েকবার লিখেছেন,

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ...

সম্পাদকীয়

১৪২৪ বাংলা সন বিদায়ের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। কালের নিয়ম হল দিনের শেষে যেমন স্বাভাবিক নিয়মে সূর্য অস্ত গিয়ে পৃথিবীর বুকে আঁধার নেমে আসে তেমনি সুখে দুখে একটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে নতুন বছরের সূচনা হয়।

অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কর্মসমিতি মূলত এবার নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়ে উঠেছে এটাও কালের স্বাভাবিক পরিণতি।

সবুজ তৃণাচ্ছাদিত বিদ্যালয়ের মাঠে ১৮ই মার্চ সন্ধ্যায় 'উপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক বক্তৃতার' আসর বসেছিল। এবারের বক্তা ছিলেন অধ্যাপিকা রুশতী সেন। তাঁর একটি মন্তব্য আমার মস্তিষ্কে বিশেষভাবে গেঁথে গেছে তা হল প্রত্যেক ভাষারই একটি নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, আজ চূড়ান্ত পণ্যায়নের যুগে সেটা হারিয়ে যেতে বসেছে। এখন একটি ছাত্র বাংলা বা ইংরেজী ভাষার সংস্কৃতিকে কতটা জানলো সেটা বড় কথা নয়, ইংরেজী ভাষাটা মোটামুটি রপ্ত করে বৈষয়িকভাবে কতটা সফল হল সেটাই মোদ্দা কথা। এই কারণেই বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলি উঠে যাচ্ছে। স্পোকেন ইংলিশ ক্লাস শুরুর একটা প্রস্তাব এই আলোচনা সভা থেকে উঠে এসেছে। যেটা খুব সদর্থক মনে হল। এটাও ঠিক ইংরেজী ও বাংলা ভাষা শিক্ষার পরিকাঠামোর দিকেও নজর দেবার সময় এসেছে। বক্তৃতার প্রাক্‌কথন হিসেবে প্রাক্তনী ও বিশিষ্ট চিন্তক শ্রী শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মনোবিদ্ ডঃ অমিত চক্রবর্তী সহজ, সরল, মননঋদ্ধ বক্তব্য পেশ করেন।

এই দিন সন্ধ্যায় প্রাক্তনীদের উপস্থিতিতে 'উপেন্দ্রনাথ দত্ত কক্ষের উদ্বোধন করা হয়। তৃণাচ্ছাদিত মাঠ আরো একটু তৈরি হয়ে গেলে ছোটদের একটি ফুটবল ও হকি প্রতিযোগিতা আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রতি সংখ্যার মতো খেলাধূলা বিষয়ক একটি রচনা এবং 'অঙ্কন' মিত্রের মহাভারত বিষয়ক ধারাবাহিক রচনা প্রকাশ করা হল। এই রচনাগুলিও প্রাক্তনীরা খুবই পছন্দ করছেন।

পরিশেষে, আগামী বাংলা সনটি সকল প্রাক্তনীদের সুস্থ ও নীরোগ অবস্থায় কাটুক এই কামনা জানিয়ে শেষ করছি।

বিশেষ আকর্ষণ পরবর্তী মে সংখ্যায়।

পড়ুন 'বাঘ' বিষয়ক একটি দারুন তথ্যমূলক রচনা। লিখেছেন ৫৮ এর প্রাক্তনী টাইগার প্রজেক্টের প্রাক্তন ডিরেক্টর শ্রী প্রণবেশ সেন।

সমীর চট্টোপাধ্যায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর ...

লিখেছেন স্কুলের পত্রিকা 'সঞ্চারী'তে। যোধপুর পার্কে আর একজন প্রাক্তন শিক্ষক কাজল বলের 'শিক্ষা সংসদ' নামে একটি সংস্থায় যোগদান করেন। জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনের অনেক ছাত্রই সেখানে যুক্ত ছিলেন। ছোটদের জন্য প্রকাশনা 'ক্ষুদে সাংবাদিক'এ তাঁর লেখা পড়েছি। জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম দিকে তার সক্রিয় উজ্জ্বল উপস্থিতি মনে পড়ে, প্রথম সভায় তাঁর বক্তব্যও। অবসরগ্রহণের পর, শরীরও কমজোরি হওয়ার পর, দূরত্বটি বাড়তে থাকে, যোগাযোগ কমতে থাকে। কিন্তু দাদাকে 'ও আমাদেরও, দেখা ছাড়াও, একটি যোগাযোগে তিনি বেঁধে ফেলেছিলেন। সেটি বিভিন্ন সময়ে শুভেচ্ছায় একটি পোস্টকার্ড পাঠিয়ে। তাঁর বিখ্যাত হস্তাক্ষরে এবং কোনো না কোনো ছবিসহ। বহুদিন ধরে নিয়মিতভাবে আমরা তাঁর এই কার্ড পেয়েছি। তাঁর পড়ানোর ব্যাপারে পরবর্তী সময়ের ছাত্রদের কথা শুনেছি, হোয়াটস্‌অ্যাপেও দেখলাম। আমি জানতামও। আমি ঐ স্কুল অতিরিক্ত পর্যায়ে যে বিষয় পাঠক্রম এবং চর্চায় যে বিভিন্ন স্তরে মানুষদের উপকৃত ও আনন্দিত করার ক্ষমতা, সেই বৈশিষ্ট্যর কথা একটু তুলে ধরলাম। তিনি যে ওইদিকে নিজে আগ্রহী হয়ে জড়িত হয়ে, সময়ে সময়ে আমাদের তিন ভাইকে সামিল করেছিলেন, তাই স্মৃতিচারণে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম।

বিশেষ অনুরোধ,
অ্যালমনির অনিয়মিত সদস্যদের জন্য
যারা ২০১৪-র ৩১ডিসেম্বরের
পর সাধারণ সদস্যপদ পুনর্নবীকরণ
করাননি তারা ফাইন ও বছর বছর
সদস্যপদ নবীকরণের ঝঞ্ঝাট এড়ান।
মাত্র ৫০০ টাকায় হয়ে যান
আজীবন সদস্য।

প্রাক্তনীরা ৫০০টাকায় গ্রহণ করুন
অ্যালমনির আজীবন সদস্যপদ।

ইংরেজী শব্দ উচ্চারণে বিদ্যালয়ের এক অভিনব প্রয়াস

দিলীপকুমার সিংহ, (১৯৫৩)

একথা প্রায় সুবিদিত যে এক বিশেষ দশায় প্রকটতায় পর বাংলা মাধ্যমের বিদ্যায়তনের পুনরায় ইংরেজী পড়ানোর পুনরুদ্ধার জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। এদিকের বিবরণে প্রয়াসী না হয়ে, জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনে, ইংরেজী পড়ানোর এক বিশেষ দিকের কথা উল্লেখ করা যাক্। বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির নেতৃত্বে এমন একটা সময় ছিল, যখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ইংরেজী পড়ানোয় উচ্চারণ যেন কোনোভাবেই পিছনের সারিতে না থাকে। ইতিবাচকভাবে, পদক্ষেপ নেওয়া হয়, ইংরেজীর স্বল্প কয়েকজন শিক্ষক-নিযুক্তিতে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় তখন ডিপ্লোমা-ইন-স্পোকেন ইংলিশ নামে একটি পাঠক্রম প্রচলিত ছিল। সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো না হলেও, পরোক্ষভাবে, এদিকের অধ্যয়ন ও নির্ধারিত সময়ের পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সুযোগ থাকত। বিদ্যালয় / মহাবিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষকদের এই ডিপ্লোমা আহরণে ব্রতী হতে দেখা যেত। ইতিহাস বলে, পাঠক্রমের তালিম মিলত বিদেশি/দেশি পারঙ্গম ব্যক্তিবর্গ থেকে। নামোল্লেখ না করলেও, তাঁদের মধ্যে একটা অনুক্ত প্রতিযোগিতার, অন্তত বহিঃসমাজে, আভাস পাওয়া যেত।

জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনে একটা সময়ের পরিচালন সমিতির সচিব ছিলেন অধ্যাপক শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, তদানীন্তন প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক, পরবর্তীকালে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক। বালিগঞ্জ প্লেসের বাসিন্দা ও তাঁর পুত্র আশিসকুমার ভট্টাচার্য জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠালগ্নে এক সোৎসাহী প্রাক্তনী। লেখকের স্মৃতিবলয়ে এসে যাচ্ছে এই পর্যায়ের এক সংলাপ। প্রথমেই বলি, অধ্যাপক শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সময়ে বেশ কিছু অবহিতি মিলেছিল, বিশেষ করে, লেখকের পিতৃদেবের এই বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্তি সম্পর্কে। বিদ্যালয় পর্যায়ে, ইংরেজী শব্দ সঠিক উচ্চারণের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে এদিকে এগিয়েছিলেন। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। তা দেখে, লেখকের পিতৃদেব বিষ্ণুপদ সিংহ, হাওড়ায় অবস্থিত মাজু আর এন বসু বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধানশিক্ষক হিসেবে থাকলেও, প্রার্থী হিসেবে নিজেকে পেশ করবেন। কারণ, উনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ডিপ্লোমা পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন। স্থানান্তরের মদত জুগিয়েছিলেন, মাজুর স্কুলের সচিব ডঃ সুবোধ মুখোপাধ্যায়, যিনি এক সময়ে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে রসবিদ্যার এক বিশিষ্ট অধ্যাপক। ডঃ ভট্টাচার্যের ও পিতৃদেবের থেকে লেখকের শোনা, তিনটি/চারটি আবেদনপত্র পাওয়া গিয়েছিল। এদের মধ্যে১৯৪৪ সালে, কিছু সময়ের ফারাকে, বিষ্ণুপদ সিংহ ও সীতারাম মুখোপাধ্যায়কে। এই দুই ডিপ্লোমাধারীকে নিযুক্ত করা হল। ডঃ ভট্টাচার্যের থেকে লেখক আরও খবর পেলেন, তাঁর জেলার বাসিন্দা অশ্বিনীকুমার রায়কে নেওয়া হয়নি। তার মুখ্য কারণ ছিল, ডিপ্লোমাধারী হলেও সম্পর্কিত সংলাপে, বরিশালী কথোপকথনের শৈলী প্রকাশ পাওয়া যেত, বিশেষ করে, ইংরেজী শব্দের উচ্চারণে। বলে রাখা ভাল, শ্রীরায়ের সঙ্গে লেখকের পরিচিতি ঘটেছিল, আমার সতীর্থ প্রয়াত অজিতকুমার ঘটকের মাধ্যমে;অজিত ছিল বালী হাইস্কুলের প্রাক্তনী, যার প্রধান শিক্ষক ছিলেন অশ্বিনীকুমার রায়। জগদ্বন্ধু স্কুলে পড়ার সময়ে বিশেষ কয়েকটি শব্দের সঠিক উচ্চারণ যেমন geography, development, particular, photograph এবং আরও অনেক কিছুর উচ্চারণ কর্ণকুহরে জায়গা করে নিত, যার রেল এখনও গর্ব জুগিয়ে থাকে। জানিয়ে রাখা ভাল যে, সেই সময়ের স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন ভীমাপদ ঘোষ; উনিও ছিলেন ইংরেজিতে বিশেষজ্ঞ। বিদ্যালয়ের দুই বিশিষ্ট প্রাক্তনী অধ্যাপক অশোক রুদ্র ও ডঃ ভবরঞ্জন সেনগুপ্ত এই বিদ্যালয় থেকে পাওয়া উচ্চারণের দিক থেকে উৎকর্ষের কথা বলতেন।

ক্রীড়া সাংবাদিক অতুল মুখোপাধ্যায়

স্বপন রায়চৌধুরী '৫৩

জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের বিভিন্ন কৃতী খেলোয়াড়ের আলোচনা প্রসঙ্গে এবার এই বিদ্যালয়ের একজন প্রখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিকের কথা লিখতে চাই। ১৯৪৮ সালে এই বিদ্যালয় থেকেই উত্তীর্ণ ক্রীড়া সাংবাদিক অতুল মুখোপাধ্যায় শম্ভুদা নামেই বেশি পরিচিত ছিল। ছাত্রাবস্থায় ফুটবল, হকি, ক্রিকেট সব খেলাতেই তাঁর পারদর্শিতা ছিল। তরুণদের মধ্যে খেলাধূলা প্রসারে কোন ত্রুটি ছিল না। দক্ষিণ কলকাতা লীগে শক্তি সঙ্ঘ তার ক্লাব — একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় ছিল। বালিগঞ্জ এ্যাথলেটিক ক্লাবে দ্বিতীয় বিভাগে তিনি হকি খেলতেন। বালিগঞ্জ ইনসটিটিউটের হকি টিমে তিনি প্রথম অংশগ্রহণ করেন। একদা ক্রিকেট খেলেছেন রাজস্থান, ইস্টবেঙ্গল ও হোয়াইট বর্ডার ক্লাবে। দীর্ঘ সাতাশ বছর তিনি বৃটিশ হাই কমিশনে প্রেস ইনফরমেশন অফিসার ছিলেন। এখানে সুনামের সঙ্গে অতিবাহিত করার পর হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায় ক্রীড়া সাংবাদিক হিসাবে যোগ দেন। এখানে থাকাকালীন 'খেলার আসর ' পত্রিকার সম্পাদন করার ডাক পান। খেলার আসর পত্রিকাটি অতুল মুখোপাধ্যায়ের সুসম্পাদনায় ক্রীড়া অনুরাগী মানুষদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ৭৮ সন থেকে খেলার আসর পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করতে শুরু করেন। সেবারেই ভারতীয় ক্রিকেট দলের সঙ্গে পাকিস্থান সফর করেন। ৮২ সালের বিশ্বকাপ হকি (বোম্বেই) স্পেনে বিশ্বকাপ ফুটবল কভার করেন।

এছাড়া ১৯৮২ সালেই দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসও তিনি কভার করেছিলেন। জনসেবক ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায় ক্রীড়া বিষয়ক তাঁর বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। খেলার আসর পত্রিকায় প্রকাশিত ক্রিকেট বিষয়ক তাঁর কিছু কিছু অমূল্য রচনা সংকলিত করে প্রকাশিত হয়েছে 'ক্রিকেট বিচিত্রা' গ্রন্থটি।

এই গ্রন্থটি পাঠ করলে অতুল মুখোপাধ্যায়ের ক্রিকেট বিষয়ক জ্ঞান ও খেলাধূলা শেখার পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যাবে। ক্রীড়া সাংবাদিকতায় মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছেন প্রয়াত ক্রীড়া সাংবাদিক রাখাল ভট্টাচার্য (আর বি), ক্ষীরোদ ভট্টাচার্য ও মুকুল দত্তের কাছ থেকে। সহকারীরূপে পেয়েছেন দীপালি কুমার ঘোষ, মতি নন্দী এবং চিত্ত বিশ্বাস (চিরঞ্জীব) এর মতো ক্রীড়া সাংবাদিকদের। তার বিশেষ উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত গ্রন্থ 'চিরকালের মোহনবাগান' নামক ৫০০ পাতার একটি মূল্যবান বই যা প্রভূত পরিশ্রমের ফল। এই বিনয়ী সুভদ্র মানুষটি প্রয়াত। ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় ক্রীড়াবিদেরা তাঁর লেখনীর মাধ্যমে উপকৃত হবেন বলেই আমরা মনে করি।

অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমরা শ্রী মুখোপাধ্যায়কে বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

মহাকাব্যের আকর হতে

মহাকাব্যে মামা-ভাগ্নে

(পূর্ব প্রকাশিতের পরবর্তী)

মহাভারতের পাতায় মামা শল্য আর যমজ ভাগ্না নকুল-সহদেবের মধ্যে এই অযাচিত ও অস্বাভাবিক দূরত্বটার সম্ভবত দুটো কারণ থাকতে পারে। এক, মদ্ররাজের ব্যক্তিত্ব চরিত্র আচরণের মধ্যেই ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পশ্চিমী সংস্কৃতির একটা স্পষ্ট পার্থক্য সূচনা হয়েছিল; তাই নকুল-সহদেব যতটা ভারতীয় পরিবারে একাত্মভূত হতে পেরেছেন, তাঁদের আফগান-যাযাবর গোষ্ঠীপতি মদ্রমামা ততোটা হতে পারেন নি। সেই কর্ণর শ্লেষবাক্য তুলেই উদাহরণ দিতে হয় — 'মদ্রবাসীর গো-মাংসভুক এবং জর্তিকা নারীতে পরিপূর্ণ!' — 'গো-মাংস' প্রসঙ্গটা স্পষ্টতই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিভাজনের ইঙ্গিতবহ আর জর্তিকা (বা 'জাঠ') জাতীয় নারী বলতে যাযাবর মরুগোষ্ঠীর নারীদের মধ্যে অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত যৌন সংসর্গের ইঙ্গিত। এইজন্যই সম্ভবত এবং মামার বাড়ির দুরূহ দুর্গল অবস্থিতির জন্যও বটে, নকুল আর সহদেবের সঙ্গে মামা শল্যর ভাব-সাব তেমনভাবে গড়েই উঠল না।

আর দ্বিতীয় কারণ যেটা সেটা হল, গোটা মহাভারত জুড়েই যেখানে মাদ্রী সন্তানদের একটু বেশীই উপেক্ষিত আর পার্শ্বচরিত্র হিসেবে এঁকেছেন মহাভারতের কবি, সেখানে শল্যর সঙ্গে নকুল সহদেব-এর হৃদ্যতা পাতালের দিকে তিনি সম্ভবত জেনে বুঝেই ততোটা জোর দেননি।

কিন্তু এতো কিছুর পরও শল্য আর নকুল-সহদেব -এর মামা-ভাগ্নে সম্পর্কটা এক বিশেষ জ্যামিতিক তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হয় কুরুক্ষেত্রের অষ্টাদশ দিবসের যুদ্ধ। মামা কৃপই সতেরো নম্বর দিনের যুদ্ধের শেষে (কর্ণের পতনের পর) দুর্যোধনকে প্রস্তাব দেন শল্যকে next কৌরব সেনাপতি করার জন্য। এবং ভাগ্নে অশ্বত্থামাই প্রথম কৌরব সেনাদের সামনে শল্যকে সেনাপতি বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, আঠারো নম্বর দিনে শল্য পতনের করে, মহাভারতের বিখ্যাত (বা কুখ্যাত) মামা শকুনি ও তাঁর ছেলে উলূককে হত্যা করেন সহদেব। নিজের মামার মৃত্যুপীড়াই কী সহদেবকে দুর্যোধনের মামা-হত্যায় এতোটা উত্তেজিত করে তুলেছিল?....

অথচ কী আশ্চর্যের, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধান্তে যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের সম্রাজ্যের অধিপতি হলে, নকুল আর সহদেব কিন্তু দায়িত্ব পেয়েছিলেন মদ্রদেশ শাসন করবার — এই পর্যায়ে এসে যেন মামা-ভাগ্নের সম্পর্কে এক নতুন রূপটান যুক্ত হল। 'নেই মামা'-ও কখনো কখনো 'কানা মামা'-র তুলনায় মহত্তর হয়, এটাই যেন শল্য আর নকুল-সহদেবের সম্পর্ক নতুন করে প্রতিষ্ঠা করল।

পঞ্চম পর্ব

মামা-ভাগ্নে সিরিজে মামা এবং ভাগ্নে হিসাবে কৃষ্ণ এক অত্যুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হলেও এই সম্পর্কের দুই ধারাতেই তাঁকে কখনো নেগেটিভ আবার কখনো পজেটিভ অ্যাপ্রোচে খুঁজে পাই আমরা। মামা হিসেবে কংসকেও যেমন তিনি হত্যা করেছেন। তেমনই ভাগ্নে হিসেবে অভিমন্যু তাঁর দ্বারাই লাঞ্ছিত হয়েছেন। মহাভারতের মূল স্রোতে অভিমন্যু থাকলেও কংস খানিকটা এক্ষেত্রে আউট ফোকাসড। কৃষ্ণ ভগিনী সুভদ্রার গর্ভে এবং অর্জুনের ঔরসে উৎপন্ন রাজপুত্র অভিমন্যু মহাভারতে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও ধূমকেতুর মতো নজর কেড়েছিলেন রাতের আকাশে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের দ্রোণ পর্বের কেন্দ্রীয় ঘটনাই হল অভিমন্যুর বংশধারাতেই যুধিষ্ঠির পরবর্তী হস্তিনাপুরের রাজত্ব বহমান থেকেছে পরীক্ষিৎ ও জন্মেজয়ের মাধ্যমে। তবু অবাক করার মতো বিষয় হল, মামা কৃষ্ণের সঙ্গে ভাগ্নে অভিমন্যুর একমাত্র মিলানাত্মক সম্পর্কটা কেমন ভাবে যেন বিকশিত হলই না মহাকাব্যের পাতায়। সম্ভবত আবাল্য কৈশোর মাতুলালয় দ্বারকায় কাটানোর জন্যই মহাভারতের মূল কাহিনিযোৎ থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্নই রয়ে গেলেন অভিমন্যু। গল্পের টানে কৃষ্ণ বার বার হস্তিনাপুর, মৎস্যদেশ, পাঞ্চাল কিম্বা ইন্দ্রপ্রস্থে যাতায়াত করলেও নেহাত বালক বলেই অভিমন্যুর সেসব জায়গায় স্থান হল না; ফলত আমরাও জানতে পারলাম না অভিমন্যু কতোটা মামা-ন্যাওটা ছিলেন। অর্জুন যে অভিমন্যুকে তাঁর অন্যান্য পুত্রদের থেকে একদম আলাদা দৃষ্টিতে দেখতেন, সেটা অভিমন্যুকে তাঁর অস্ত্রশিক্ষাদানের উল্লেখ এবং বিরাট কন্যা উত্তরার সঙ্গে তাঁর বিবাহ-সম্বন্ধ করা দিয়েই বিশেষ প্রতিভাত হয়। বিরাটও নতুন জামাই-এর জন্য উপপ্লব্য বলে নতুন নগরীর পত্তন করেন এবং সেখানে কৃষ্ণ-বলরাম সহ পাণ্ডবদের সঙ্গে অভিমন্যুও গমন করেন বটে, তবে সেখানেও ভিড়ের মাঝে মামা-ভাগ্নের প্রভূত বাঁধনটা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে। কেবল aseumption-এর ভিত্তিতেই বলা চলে, যেহেতু অর্জুন কৃষ্ণর প্রিয়তম সখা এবং সুভদ্রা তাঁর আদরের বোন, এবং যেহেতু অভিমন্যু মামার বাড়িতে থেকেই কৈশোরের ষোলোটা বছর পার করলেন, তাই মামা কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা অবশ্যই

(ক্রমশ)

অঙ্কন মিত্র (২০০২) e-mail : ekomitter@gmail.com

সৌজন্য
নিখরচায়
এপ্রিল সংখ্যার
খেয়া মুদ্রণ

প্রিন্ট গ্যালারি
প্রেস
যাবতীয় ছাপার কাজের জন্য আসুন
(বিল, চালান থেকে বই ব্রোশার)
অত্যন্ত ন্যায্য মূল্যে।
১৮৯এফ /২ কসবা রোড, কলকাতা ৪২
ফোন ৮৯৮১৭৫২১০০
কসবা রথতলা মিনিবাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019. Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.